بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

তাবূকের যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৭ অক্টোবর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, তাবূকের যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা উল্লেখ করেছিলাম। আজ এ বিষয়ে আরো বিশদ বিবরণ তুলে ধরবো।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাবূকের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয় করলেন, তখন **আবু আমর মাদানী** নামে এক ব্যক্তি ছিল, যে খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে মেলামেশার কারণে জিকির-আযকারে অভ্যস্ত ছিল। লোকেরা তাকে রাহিব (সন্ন্যাসী) বলত, যদিও সে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত ছিল না। এই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর মদীনায় আগমনের পরপরই পালিয়ে গিয়েছিল। যখন মক্কা বিজয় হয়ে গেল, তখন সে চিন্তা করতে লাগল যে, ইসলামের বিরুদ্ধে গোলযোগ সৃষ্টি করার জন্য কোনো নতুন কৌশল ভাবা উচিত। অবশেষে সে তার নাম ও অবয়ব পরিবর্তন করল এবং মদীনার কাছে কূবা নামক গ্রামে থাকতে শুরু করল। বছরের পর বছর বাইরে থাকার কারণে মদীনার লোকেরা তাকে চিনতে পারেনি। সে মদীনার মুনাফিকদের সাথে মিলে এই কৌশল আঁটল যে, সে আরবের বিভিন্ন খ্রিস্টান গোত্রকে এবং সিরিয়ায় গিয়ে খ্রিস্টান শাসককে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে এবং তাদেরকে মদীনায় আক্রমণের জন্য উস্কে দেবে আর অপরদিকে মুনাফিকরা এ সংবাদ ছড়িয়ে দেবে যে, সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী মদীনায় আক্রমণ করতে আসছে।

আগত খবরের ভিত্তিতে, মহানবী (সা.) এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, রোম সাম্রাজ্যের মোকাবেলা করতে যদি বিলম্ব হয়ে যার আর তারা যদি এসে মদীনায় আক্রমণ করে বসে তাহলে মুসলমানরা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই তিনি (সা.) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আমরা তাদের এলাকায় গিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করবো। অন্যান্য বার তো তিনি (সা.) সাধারণত যুদ্ধ পরিকল্পনার বিষয়টি গোপন রাখতেন, কিন্তু এবার তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন আর পথের কাঠিন্য ও দূরত্ব এবং শত্রুসংখ্যার আধিক্য সম্পর্কেও পূর্বেই সবাইকে অবগত করেন। কেননা, সে বছর দূর্ভিক্ষের বছর ছিল, গরমের মৌসুম ছিল, শত শত মাইলের দীর্ঘ পথ এবং পথের রসদের অভাব এর সাথে যুক্ত হয়েছিল। ফসল কাটার মৌসুম ছিল, কিন্তু যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীরা অন্য কোনো কিছু না ভেবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন।

এরূপ অভাব-অনটনের সময় যুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরূপ যে খরচাদি প্রয়োজন ছিল তার জন্য মহানবী (সা.) সাহাবীদের কাছে আর্থিক কুরবানীর আহ্বান জানান। তাঁরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন। তাদের মাঝে সর্বাগ্রে ছিলেন, **হযরত আবু বকর (রা.)**। তিনি (রা.) যখন নিজের সম্পদ মহানবী (সা.)-এর সমীপে পেশ করেন তখন তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি ঘরে কিছু রেখে এসেছ কি-না? উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-কে রেখে এসেছি। এভাবে তিনি ঘরের সব কিছু কুরবানী করে দেন। **হযরত উসমান (রা.)** অনেক বড় কুরবানী করেন। এক বর্ণনানুযায়ী, তিনি (রা.) তিনশ' উট হাওদাসহ প্রদান করেন। অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি (রা.) এক হাজার দীনারও প্রদান করেছিলেন। এছাড়া এ বর্ণনা রয়েছে, তিনি (রা.) এক হাজার উট এবং সত্তরটি ঘোড়া প্রদান করেছিলেন। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি যুদ্ধের সমস্ত খরচ বহন করেছিলেন। যাহোক, মহানবী (সা.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, উসমানের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের জন্য কোনো জবাবদিহিতা হবে না। আরেক বর্ণনানুযায়ী তিনি (সা.) দোয়া করেন, আজ উসমান যা করেছে এর কারণে সে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-র বদান্যতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একশ', মতান্তরে দুইশ' উকিয়া রৌপ্য প্রদান করেছিলেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন যে, জামা'ত আহ্মদীয়ার সদস্যরাও এই বিষয়টি বোঝেন যে, আর্থিক ত্যাগের গুরুত্ব কতখানি। আমি প্রায়ই বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করি, যেখানে কিছু লোক বাস্তবে তাদের যা কিছু আছে, তা পেশ করে দেয়। ধনী ব্যক্তিদেরও এবং বিত্তশালী লোকদেরও হযরত আবুবকর, হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর দৃষ্টান্ত নিজেদের সামনে রাখা উচিত। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে, অনেক ধনী ব্যক্তি আছেন যারা উচ্চ মানের কুরবানী করে চলেছেন।

এই পরিস্থিতিতে বিত্তশালী সাহাবাদের পাশাপাশি গরীব এবং অভাবী সাহাবারাও তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক কুরবানী পেশ করেছিলেন। মুনাফিকরা এই গরীব সাহাবাদের কুরবানী নিয়ে ঠাট্টা করত যে, এরা একমুঠো খাদ্যশস্য পেশ করে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে! মহিলারাও

এই সময়ে তাঁদের অলঙ্কারাদি পেশ করে আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিয়েছিলেন।

মুনাফিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ চেষ্টা করছিল এবং মুসলমানদের ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে যুদ্ধে যেতে বাধা প্রদানের চেষ্টায় রত ছিল, কিন্তু নিষ্ঠাবান সাহাবীদের হৃদয়ে এর কোনো প্রভাব পড়ে নি। মুনাফিকরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে যুদ্ধে না যাওয়ার অজুহাত প্রদর্শন করলে তিনি (সা.) তাদেরকে অনুমতি দেন, কিন্তু পবিত্র কুরআন সূরা তওবায় তাদের পর্দা উন্মোচন করেছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

এটি যদি কোনো তাৎক্ষণিক লাভের ব্যাপার হতো এবং সফরও সংক্ষিপ্ত হতো তাহলে তারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করতো, কিন্তু সফরের ব্যবধান তাদের নিকট দীর্ঘ প্রতীয়মান হলো। তথাপি নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, 'যদি আমাদের সাধ্য থাকত তাহলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে বের হতাম।' তারা নিজেদেরকে ধ্বংস করছে; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করে দিয়েছেন। তুমি কেন তাদেরকে অনুমতি দিলে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার নিকট তাদের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যেত যারা সত্য বলছে এবং তাদেরকে তুমি চিনতে পারতে– যারা মিথ্যাবাদী? যারা আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করা হতে (বিরত থাকতে) তোমার নিকট অনুমতি চায় না। বস্তুত আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালোভাবে জানেন। তোমার নিকট অনুমতি কেবল তারাই চায় যারা আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনে না, প্রকৃতপক্ষে তাদের হৃদয়সমূহ সন্দেহপূর্ণ, ফলে তারা তাদের সন্দেহে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তারা যদি বের হওয়ার সংকল্প করে থাকত তাহলে তারা এর জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করত; কিন্তু তাদের অগ্রসর হওয়াকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন নি। আর তিনি তাদের সেখানেই পড়ে থাকতে দিলেন এবং তাদের বলা হলো যে, বসে থাকো, যারা বসে থাকে তাদের সাথে। যদি তারা তোমাদের মধ্যে শামিল হয়ে জিহাদে বের হতো, তবে বিশৃঙ্খলা ছাড়া তোমাদের আর কোনো কিছু বৃদ্ধি করত না এবং তোমাদের মাঝে দ্রুত ঘোড়া দৌড়াতো, তোমাদের জন্য ফিতনা কামনা করত। অথচ তোমাদের মধ্যে তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার লোকও আছে। আর আল্লাহ্ অবশ্যই জালিমদেরকে জানেন। নিশ্চয়ই এর আগেও তারা ফিতনা চেয়েছিল এবং তারা তোমার সামনে বিষয়গুলো ওলট-পালট করে পেশ করেছিল, যতক্ষণ না সত্য এসে গেল এবং আল্লাহ্‌র ফয়সালা প্রকাশ হয়ে গেল, যদিও তারা তা কঠিন অপছন্দ করছিল। (সূরা তওবা) অতএব, আল্লাহ্‌তা'লা এভাবে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করে দিয়েছেন।

হুযূর আনোয়ার বলেন এর অবশিষ্ট ঘটনা আগামীতে বর্ণনা করব । ইনশাআল্লাহ্।

হুযূর আনোয়ার (আই.) রাবওয়ার মসজিদে সন্ত্রাসী হামলায় আহত আহ্‌মদী সদস্যদের জন্য দোয়ার তাহরীক করে বলেন, যারা আহত হয়েছেন তাদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন তাদেরকে পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করেন। আল্লাহ্‌তা'লা সকল ভবিতব্য বিপদাপদ থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। বর্তমানে তিনজন খুদ্দাম গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আর অবশিষ্ট

পাঁচজনকে চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, সেখানে আরও কিছুদিন চিকিৎসা চলতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে আশু পূর্ণাঙ্গ আরোগ্য দান করুন এবং ভবিষ্যতে জামা'তের সদস্যদের সব ধরনের মন্দ বিষয় থেকে সুরক্ষিত রাখুন।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) মার্শাল আইল্যাণ্ডের মরহুম **জনাব সাম আলী নায়না সাহেবের** স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন।

হুযূর (আই.) মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি, ক্ষমা ও উন্নত পদমর্যাদা লাভের জন্য দোয়া করেন এবং তার বংশে যারা এখনো আহমদীয়াত গ্রহণ করেন নি তাদের আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভের জন্য দোয়া করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)
17 *October* 2025
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in